BRAC UNIVERSITY

Inspiring Excellence

Centre for Peace and Justice

প্রান্তজনের কণ্ঠস্বর:

বাংলাদেশে কোভিড ১৯ মোকাবিলায় অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতিমালার উপর প্রতিক্রিয়ার প্রামাণিক তথ্য

তৃতীয় সংক্ষিপ্ত নীতিমালার প্রস্তাবনা

গবেষণা সম্পর্কিত কিছু তথ্য

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন সেন্টার ফর পিস অ্যান্ড জাস্টিস (সিপজি) পুরো ২০২১ সালব্যাপী বাংলাদেশে বিরাজমান কোভিড ১৯ মোকাবিলায় গৃহীত নীতিমালার ক্ষেত্রে প্রান্তিক মানুষের করোনা অভজ্ঞিতা ও দৃষ্টিভঙ্গির অনুসন্ধানে গবেষণা পরিচালিত করে। এই অনুসন্ধানের মাধ্যমে এই গবেষণাটি সচেষ্ট ছিল প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ওপর নীতিমালাসমূহের প্রভাবের বিশদ বর্ণনায়। এই গবেষণাটি খানাভিত্তিক প্যানেল সার্ভের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এটি কেন্দ্রিভুত ছিল তিনটি পূর্ব-নির্ধারিত সুবিধা বঞ্চিত দলের উপর । দলগুলো নর্ধিারণে 'অতি দরদ্রি্য' অবস্থাকে র্সবাগ্রে রাখা হয়ছে। দল তিনটি হচ্ছে ১. নৃতাত্বিক জনগোষ্ঠী, ২. গ্রামীণ জনসমাজ, এবং ৩. শহুরে বস্তিবাসী। এক্ষেত্রে আরো দু'টি বিশেষায়িত শ্রেণী হিসেবে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছিল নারী প্রধান এবং প্রতিবন্ধী সদস্য আছে এমন খানাসমূহকে। এই তিনটি দলের প্রতিটির নমুনার আকার পরিসংখ্যানগতভাবে প্রতিনিধিত্বশীল ছিল। তিনটি দলের প্রতিটির জন্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করা হয়েছিল এবং এরপর দু'টি উপ-দলের জন্য আলাদাভাবে উপাত্ত বিশ্লেষণ করা হয়েছিল। গবেষণার সর্বোপরি প্রবণতাসমূহ এবং ফলাফল উপস্থাপনে তিনটি দলের সবগুলোর ক্ষেত্রে একটি সামগ্রিক বিশ্লেষণ সম্পন্ন করা হয়।

প্রথম দফা জরিপ পরিচালিত হয়েছিল জুন ২০২১ (বেজ লাইন সার্ভে), দ্বিতীয় দফা পরিচালিত হয় সেপ্টেম্বর ২০২১ সালে, এবং তৃতীয় দফা জরিপ পরিচালিত হয় ডিসেম্বর ২০২১ সালে। প্রশ্নমালার একটি মূল সেট এসব বিভিন্ন দফার জরিপের ভিত্তিতে স্থির করা হয়েছিল প্রধান সূচকগুলোর গতিপথ তুলনায় এবং অনুসরণে।

পলিসি ক্লিনিক- পলিসি বিশ্লেষণে একটি উদ্ভাবনী প্ল্যাটফর্ম

খানাভিত্তিক প্যানেল সার্ভের ফলাফলসমূহ পরবর্তীতে নির্বাচিত প্যানেল বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে ভাগ করা হয় পলিসি প্রণয়নে সম্ভাব্য উপায়সমূহ চিহ্নিতকরণে যাতে একই ধরনের জরুরি পরিস্থিতে এসব প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে যথাযথভাবে গণনায় রাখা সম্ভবপর হয়। এই উদ্যোগকে অ্যাখ্যায়িত করা হয় "পলিসি ক্লিনিক" নামে এবং সিপিজে এধরনের তিন দফা সেশনের আয়োজন করেছিল। এধরনের "পলিসি ক্লিনিক" এর প্রতিটির পুনরাবৃত্তি থেকে বিশেষজ্ঞরা আমাদের ড্যাসবোর্ডে প্রদত্ত তথ্য উপাত্তের ডাটা লুপ বা উপাত্ত গ্রন্থি থেকে উপকৃত হয়েছেন। কথোপকথন চালিয়ে যেতে বিশেষজ্ঞরা পথনির্দেশনা পেয়েছেন সিপজি গবেষকদলের উপস্থাপনার সঙ্গে সংযুক্ত থেকে।

সিপজি এর পলিসি ক্লিনিকসমূহে উপস্থিত ছিলেন নীতিনির্ধারক, সরকারি কর্মকর্তা, শিক্ষাবিদ, পেশাজীবি, সেই সঙ্গে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বকারী বিভিন্ন নেটওয়ার্ক এবং জোটসমূহ। এই সংক্ষিপ্ত নীতিমালা প্রতিফলিত করে পলিসি ক্লিনিকের আলোচনাসমূহকে এবং অংশীজনদের দ্বারা চিহ্নিত সুনির্দিষ্ট সুপারিশসমূহ উপস্থাপন করে। এসব সুপারিশসমূহ বাংলাদেশে অতিমারির প্রেক্ষাপটে গৃহীত নীতিমালা বিধিবদ্ধকরণে এবং দক্ষতার সঙ্গে প্রণয়নে বিদ্যমান বৈসাদৃশ্যতা দূরীকরণে সহায়ক হয়েছে।

সংক্ষিপ্ত বিবরণী

কোভিড ১৯ অতিমারি ২০২১ সালে কমে আসার প্রেক্ষাপটে দেশব্যাপী বিভিন্ন মাত্রায় বিধিনিষেধ তুলে নেওয়া হয়েছে। তাসত্ত্বেও কোভিড ১৯ এর প্রভাব প্রশমিতকরণে প্রণীত নীতিমালাসমূহের প্রভাব কিছুটা ছিল অপূরণীয় এবং ব্যাপকভাবে তা অনুপযুক্ত হিসেবে চিহ্নিত হয়। যদিও বহুবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল অতিমারির চাপ থেকে বের হয়ে আসার জন্য, তথাপী সমাজের কিনারায় থাকা মানুষগুলো আরও প্রান্তিক অবস্থায় নিমজ্জিত হয়েছে। সংগৃহীত উপাত্তসমূহ চিত্রিত করে যে, অনানুষ্ঠানিক নীতিমালাসমূহের সাধারণ প্রয়োগ সকল ব্যক্তির নিম্নতম চাহিদা পূরণেও সক্ষম হয়নি। বিস্তৃতভাবে গবেষণার মাধ্যমে এবং পলিসি ক্লিনিকের আলাপ-আলোচনার মধ্যে দিয়ে একটি নীতিমালা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের সূচনা করতে হবে। নিম্নে নীতিমালার প্রস্তাবনার রূপরেখা উপস্থাপিত হয়েছে যা উপস্থাপিত গবেষণা উপাত্তের উপর পলিসি ক্লিনিকের অংশীজনদের দ্বারা প্রদত্ত সুনির্দিষ্ট সুপারিশসমূহের আলোকে রচিত হয়েছে। তবে এখানে সগুেলোর পরর্তি নীতমিালা তরৈি প্রক্রয়িায় কছিু প্রধান বষিয়রে উপর লক্ষ্য রাখা হয়ছে, যা কেন্দ্রীয় নীতিমালা তৈরির ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনার মাধ্যমে মোকাবিলা করা সম্ভপর হবে।

ত্রাণ বন্টন

পলিসি ক্লিনিকের সদস্যরা ত্রাণ সামগ্রী বন্টনে পারদর্শীতার ক্ষেত্রে তাদের উদ্বেগের কথা ব্যক্ত করেছিলেন। এক্ষেত্রে বলা হয়েছিল যে, সরকার কর্তৃক বন্টনকৃত ত্রাণ সামগ্রীর বেশিভাগই যথাযথভাবে উদ্দীষ্ট জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছায় না অথবা একই খানায় বহুবার বিলিবন্টন করা হয়। অন্যদিকে কতিপয় খানাকে এড়িয়ে যাওয়া হয়। এ অবস্থায় কেবলমাত্র ত্রাণ গ্রহীতা এবং সরকারের মধ্যেই বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি হয় না, বরং এটি উক্ত ব্যক্তিসাধারণকে আরও অধিক প্রান্তিক সীমানায় নিয়ে যায়। বোধগম্যভাবে একটি বিশাল জনগোষ্ঠীর মাঝে ত্রাণ বন্টন ব্যবস্থাপনা প্রায়শই প্রশাসনিক জটিলতাসহ আবির্ভূতহয় এবং স্বচ্ছতার প্রশ্ন তোলে চারপাশ থেকে। এক্ষেত্রে প্রস্তাবনা রাখা হয় যে, একটি কেন্দ্রীয় ত্রাণ বন্টন ব্যবস্থাপনা কাঠামো কমিউনিটি থেকে কিছুটা বিচ্ছিন্ন থাকায় তা অর্থবহ ভূমিকা রাখতে পারছে না।

সুপারিশসমূহ:

- ত্রাণ বন্টন স্থানীয়ভাবে হওয়া উচিত এবং তা দেখভাল করা উচিত স্থানীয় জনপ্রতিনিধির মাধ্যমে বা সরকারি কর্মকর্তাদের দ্বারা। এক্ষেত্রে সামাজিক বিচ্ছিন্নতার উদ্বেগ মোকাবিলা করা যাবে এটি নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে যে, সমাজের যারা পারস্পরিক সংযোগে রয়েছেন তারাই ত্রাণ বন্টনের কাজে হাল ধরেছেন। এভাবে বিশ্বাস অর্জনের মাধমে এবং সবচেয়ে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে ত্রাণ নিশিচত করা গেলে লক্ষ্য অর্জন সম্ভবপর হবে। এ সমস্যার নৈকট্যে থাকা কর্তৃপক্ষ এভাবেই বিষয়টি চিহ্নিত করেছেন। ত্রাণ বন্টন কার্যক্রমকে স্থানীয়করণ এবং বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে প্রত্যন্ত এলাকার আরও জনগণের ত্রাণ প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ এবং তাদের ত্রাণ কার্যক্রমে অভিগম্যতা নিশ্চিত হবে।

- ত্রাণ বন্টন ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি এবং স্থানীয় পর্যায়ের নের্তৃত্ব সংযুক্ত করতে হবে। এ ব্যবস্থা দায়ব্ধতা বৃদ্ধি এবং আরও কার্যকর করবে। যোগাযোগের একটি শৃঙ্খল এর ওপর নির্ভর করে অথবা কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে নিজেদের ত্রাণ গ্রহণের বিপরীতে প্রত্যন্ত এলাকায় বা গ্রামীণ সমাজে স্থানীয় পর্যায়ের অফিসে ত্রাণ গ্রহণে অভিগ্রম্যতা ত্রাণ গ্রহীতার জন্যে তাৎপর্যপূর্ণভাবে সহজতর হয়।

- স্থানীয় সুশীল সমাজের কর্তাব্যক্তি এবং সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ ত্রাণ সামগ্রী কীভাবে এবং কাদের দেওয়া হবে সে সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জনগণকে অবহিত করতে পারেন। এ ধরনের তথ্য অবগতকরন এটি নিশ্চিত করতে পারে যে কেউই একই ধরনের সহায়তা একের অধিকবার পাবে না যখন অন্যরা কোন কিছুই পায় নি। এই প্রবণতা ত্রাণ পাবার সুযোগকে আশাবাদী করবে এবং ত্রাণ দেওয়ার সক্ষমতা বৃদ্ধি করবে।

- খাদ্য মূল্যের অধিক বৃদ্ধি বহু প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষকে বাধ্য করেছে তাদের দৈনিক খাদ্যগ্রহণ কমিয়ে ফেলতে। দেশব্যাপী স্বল্প মূল্যে খাদ্য সরবরাহের জন্য সম্পদের বরাদ্দ ভর্তুকির মাধ্যমে দেওয়া দরকার। এক্ষেত্রে ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) এর মাধ্যমে সরবরাহের ব্যবস্থা নিতে ভর্তুকি আকারে আরও অর্থ বরাদ্দ করা যেতে পারে, কারণ ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে স্বল্প মূল্যে খাদ্য সরবরাহে বর্তমানে টিসিবিই দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা। অথবা একই ম্যানডেট নিয়ে কাজ করছে এমন সংগঠনকে প্রশাসনিক বা লজিস্টিক সহায়তা প্রদান করা যায় অথবা অন্যকোন সংগঠনও এর আওতায় আসতে পারে। এই কর্মসূচিতে সহায়তা প্রদানে বাজেটে সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ রাখা যেতে পারে।

নীতিমালা তৈরির কাঠামোতে অন্তর্ভুক্তি

তৃতীয় দফার পলিসি ক্লিনিকে সবচেয়ে প্রধান একটি বিষয় হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে অন্তর্ভুক্ত না হওয়া জনীত সমস্যা। এক্ষেত্রে পরামর্শ এসেছে যে, চিহ্নিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে অনেক মানুষ রয়েছে, বিশেষত প্রত্যন্ত এলাকা এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষ যারা এটি অনুভব করেনি যে নিয়ন্ত্রণমূলক নীতিমালাসমূহ তাদের আবশ্যিকভাবে মেনে চলতে হবে বা পালন করতে হবে। অথবা কর্তৃপক্ষের পরামর্শ বা নির্দেশনা মোতাবেক চলতে হবে। কারণ বিধিবদ্ধ নীতিমালা যথাযথভাবে তাদের কাছে ব্যাখ্যা করা হয়নি। এছাড়াও, এটি বলা হয়েছে যে সরকারের প্রতি (মোটা দাগে), পূর্ব থেকে বিদ্যমান ধারণা, এধরনের সম্প্রদায়ের মানুষকে প্রভাবিত করেছে ভুল তথ্য এবং গুজবের মাধ্যমে। আপাতভাবে এটি প্রতীয়মান হয় যে, এসব জনগোষ্ঠীর ব্যাপকভাবে আস্থাবান থাকে তাদের স্থানীয় নের্তৃত্ব এবং তাদের যোগাযোগ পদ্ধতির ওপর। ফলে তাদের কাছ থেকে তারা যেসব তথ্য এবং নীতিমালা সম্পর্কিত খবর পায় তার বাইওে তারা কোন খোঁজ খবর রাখার প্রয়োজন বোধ করে না।

একই বাস্তবতায় এসব জনগোষ্ঠীর মানুষ ভীষণভাবে নির্ভরশীল থাকে স্থানীয় স্বাস্থ্য কাঠামোর ওপরে, তাদের সর্বাঙ্গীন এবং সামগ্রিক স্বাস্থ্য সেবার জন্য। পলিসি ক্লিনিকে মানসিক স্বাস্থ্য সুবিধা পাওয়ার অভিগম্যতা প্রত্যন্ত সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠীর জন্য অপ্রতুল উল্লেখ করে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। যদিও এই বিষয়টি আরও গুরুত্ব পেয়েছে গবেষণার গুণবাচক বিশ্লেষণে।

সুপারিশসমূহ:

- স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় সরকার কর্মকর্তাসহ অন্যান্যরা, কমিউনিটি নের্তৃবৃন্দ এবং এমনকি ধর্মীয় নেতাদেরও সক্রিয় এবং ক্ষমতায়ন করতে হবে কর্তৃপক্ষের সমন্বিত বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য। এধরনের নের্তৃত্বের ওপর কমিউনিটির পূর্ণ আস্থা থাকায় এধরনের বার্তা এবং নীতিমালাসমূহ নিশ্চিতভাবে কমিউনিটিতে গ্রহণযোগ্যতা প্রায় এবং সে অনুসারে তারা কাজ করে বা তা মেনে চলে।

- একইভাবে স্থানীয় নের্তৃত্বের মাধ্যমে যেসব বার্তা এবং তথ্য প্রচারিত হয় তা বেশি সংক্ষিপ্ত থাকে তাই তা সহজে কমিউনিটিতে আস্থার সঙ্গে গৃহীত হয়। সাংস্কৃতিকভাবে এবং ভাষাগতভাবে বার্তার প্রচার বিভিন্ন কমিউনিটিতে ভিন্নতর হওয়ায় এক্ষেত্রে বিশেষ নজর দিতে হবে। স্থানীয় নের্তৃবৃন্দ, যাঁরা এসব সাংস্কৃতিক নিয়ম সম্পর্কে অবগত, তাদের উৎসাহিত করতে হবে সঠিক এবং কার্যকরভাবে তথ্য এবং বার্তা তৈরিতে অংশ নিতে এবং তা কমিউনিটিতে ছড়িয়ে দিতে। এমনটি হলে এ ধরনের তথ্য এবং বার্তা উক্ত জনগণের মধ্যে বেশি অভিগম্যতা পাবে।

- কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সংগতি এবং সমন্বয়ের মাধ্যমে কমিউনিটিসমূহকে উৎসাহিত করতে হবে কিভাবে তারা নিজেদের নিয়ন্ত্রিত করবে। নীতিমালা কার্যকর করতে স্থানীয় নেতৃত্বের সহযোগিতা ও সমন্বয় (বিশেষত, যেসব নীতিমালা চলাচলে বিধিনিষেধ এবং কার্যকর স্বাস্থ্য মনিটরিং সম্পর্কিত) এধরনের নীতিসমূহের প্রশাসনিক প্রক্রিয়া সহজতর এবং আরও সূক্ষ্ম করতে সহায়ক হবে। এটি শুধুমাত্র স্থানীয় কমিউনিটির সুনির্দিষ্ট চাহিদাসমূহ ভালোভাবে বুঝতেই সহায়ক হবে না, বরং তা নিশ্চিত করবে গৃহীত নীতিমালাসমূহের কার্যকর বাস্তবায়নে।

- বিভিন্ন কমিউনিটি কখনওবা বিভিন্ন চাহিদা চিত্রিত করে নীতিমালার প্রেক্ষাপটে। কেন্দ্রীয়ভাবে আরোপিত নীতিমালায় স্থানীয় জ্ঞানের সূক্ষ্ম তারতম্য বিদ্যমান থাকায় কখনওবা তা স্থানীয় চাহিদা পূরণে সক্ষম হয় না। সাধারণ নীতিমালার আলোকে প্রণীত নীতিমালার পুনঃস্থাপন প্রয়োজন হয় সূক্ষ্মতম স্থানীয় প্রভেদ নীতিমালা দ্বারা। স্থানীয় কমিউনিটি নের্তৃবৃন্দ এ সম্পর্কিত তথ্য প্রদান করতে পারেন, যারা স্থানীয় প্রয়োজনের সাথে পরিচিত।

- এছাড়াও সংবেদনশীলতার উদ্ভব ঘটে যারা ত্রাণ বা সহায়তা অথবা বার্তা পেয়েছেন তাদের উপলব্ধি থেকে। এসব সংবেদনশীলতা উদ্দীষ্ট কমিউনিটির সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে উদ্বেগ তৈরি করে, তাদের সামাজিক মর্যাদার দৃষ্টিভঙ্গি বা এর উপলব্ধিও বিবেচ্য বিষয়। এধরনের সহায়তার বিধান বা এধরনের তথ্য বা বার্তা সাংস্কৃতিক এবং সামাজিকভাবে সংবেদনশীল হতে হবে। যেসব ব্যক্তিরা কমিউনিটি থেকে এসেছে তারা এ বিবেচনায় সর্বোত্তমভাবে স্থানীয় তথ্য সম্পর্কে অবহিত থাকে।

- প্রযুক্তি এবং ডিজিট্যাল জ্ঞান চিহ্নিত হয় সমতাবিধানের সেরা উপায় হিসেবে। প্রযুক্তিগত সহায়তায় অভিগম্যতা নিশ্চিতকরণ (যেমন ফোন নেটওয়ার্ক, ইন্টারনেট এবং এধরনের নেটওয়ার্ক ব্যবহারে যেসব যন্ত্রপাতি ব্যবহার হয় সেগুলোতে অভিগ্রম্যতা) ব্যক্তিদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করবে শুধুমাত্র তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রেই নয়, উপরন্তু প্রয়োজনীয় পণ্য এবং সার্ভিস এর ক্ষেত্রেও, এর মধ্যে স্কুলও অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এর স্বল্পমেয়াদী সুবিধা রয়েছে, যেখানে উদাহরণস্বরূপ, ব্যক্তিরা তাদের ব্যবসার ধরণ স্থানান্তরে যোগাযোগ এবং তথ্য প্রযুক্তির ওপর নির্ভর থাকতে পারে। এর দীর্ঘমেয়াদী সুবিধাও রয়েছে, উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যেখানে শিক্ষা কার্যক্রম বাধাপ্রাপ্ত হয় না, তাই কাজের সুযোগের ক্ষেত্রে উত্তম অভিগম্যতা নিশ্চিত হয় বহুদূর পর্যন্ত।

- রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হচ্ছে অন্যান্য প্রাসঙ্গিক সরকারি সংস্থার অন্যতম যাদের বিশেষ দৃষ্টিপ্রদান প্রয়োজন প্রত্যন্ত এলাকার ছাত্রছাত্রীদের (বিশেষষত পার্বত্য অঞ্চলের) এই অবকাঠামোর মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্তকরণে। (উদাহরণস্বরুপ, ছাত্রছাত্রীদের জন্য পাবলিক পরিবহনের ব্যবস্থা করা যাতে ছাত্রছাত্রীদের যাতায়াত খরচ ও সময় হ্রাস পায়। ভালো কভারেজ পেতে মোবাইল নেটওর্য়াক উন্নতকরণ করতে হবে।

Contributed by

Mrinmoy Samadder
Senior Researcher (Operations)
Centre for Peace and Justice
Brac University

Hossain Mohammed Omar Khayum
Research Associate
Centre for Peace and Justice
Brac University

Ahmed Shafquat Hassan
Research Associate
Centre for Peace and Justice
Brac University

Photograph Acknowledgement
Cover photo and page 2- ***from Canva (free photo)***

BRAC UNIVERSITY
Inspiring Excellence

Centre for Peace and Justice

Centre for Peace and Justice (CPJ) is a multi-disciplinary academic institute, which promotes global peace and social justice through quality education, research, training and advocacy. CPJ is committed to identifying and promoting sustainable and inclusive solutions to a wide range of global concerns and issues, including fragility, conflict and violence.

Acknowledgement

UKaid from the British people

covid collective
SOCIAL SCIENCE RESEARCH FOR COVID-19 ACTION

Supported by the UK Foreign Commonwealth and Development Office (FCDO), the Covid Collective is based at the Institute of Development Studies (IDS). The Collective brings together the expertise of, UK and Southern based research partner organisations and offers a rapid social science research response to inform decision-making on some of the most pressing Covid-19 related development challenges.

This report was funded by the UK Government's Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) through the Covid Collective. It is licensed for non-commercial purposes only. Except where otherwise stated, it is licensed for non-commercial purposes under the terms of the Open Government Licence v3.0. Covid Collective cannot be held responsible for errors, omissions or any consequences arising from the use of information contained. Any views and opinions expressed do not necessarily reflect those of FCDO, Covid Collective or any other contributing organisation.